بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা

বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সংখ্যা 27

সম্পাদক:

তাহের আহমদ মুনির

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সহ-সম্পাদক:

মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 সেপ্টেম্বর, 2016 8 তাবুক,1395 হিজরী শামসী 5 যুল হাজ্জ 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযুর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য আমার উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ আমাদের প্রভু ও নেতা সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমণ করিয়াছিলেন। অতএব এই মহান দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে আমাকে ঐ শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে, যাহা ঐ বোঝা উঠানোর জন্য জরুরী ছিল এবং আমাকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান ও নিদর্শনাবলীও দেওয়া হইয়াছে, যাহা দেওয়া 'হুজ্জত' পূর্ণ করার জন্য সময়োপযোগী ছিল।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য আমার উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ আমাদের প্রভু ও নেতা সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমণ করিয়াছিলেন। অতএব এই মহান দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে আমাকে ঐ শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে, যাহা ঐ বোঝা উঠানোর জন্য জরুরী ছিল এবং আমাকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান ও নিদর্শনাবলীও দেওয়া হইয়াছে, যাহা দেওয়া 'হুজ্জত' (অর্থাৎ দলিল-প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা- অনুবাদক) পূর্ণ করার জন্য সময়োপযোগী ছিল। কিন্তু হযরত ঈসাকে তত্ত্বজ্ঞান ও নিদর্শনাবলী দেওয়া জরুরী ছিল না। * এইজন্য হযরত ঈসার প্রকৃতির মধ্যে কেবল ঐ সকল শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছিল, যাহা ইহুদীদের একটি ছোট দলের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি কুরআন শরীফের উত্তরাধিকারী, যাহার সমষ্টিগত শিক্ষা ও পরিপূর্ণ শিক্ষা এবং ইহা সমগ্র বিশ্বের জন্য। কিন্তু হযরত ঈসা কেবল তওরাতের উত্তরাধিকারী ছিলেন, যাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিশেষ জাতির জন্য। এই কারণেই ইঞ্জিলে তাঁহাকে তাগাদার সহিত ঐ সকল কথা বর্ণনা করিতে হইয়াছিল, যাহা তওরাতে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু কুরআন শরীফ হইতে আমি কোন বিষয় অধিক বর্ণনা করিতে পারি না। কেননা, উহার শিক্ষা শেষ ও পরিপূর্ণ এবং উহা তওরাতের ন্যায় কোন ইঞ্জিলের মুখাপেক্ষী নহে। অতঃপর যে অবস্থায় এই বিষয়টি প্রকাশ্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালামকে ঐ পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামর্থ্য দান করা হইয়াছিল যাহা ইহুদী ফেরকার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ছিল, তবে নিঃসন্দেহে তাঁহার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যও ঐ পরিমাপের প্রেক্ষাপটেই হইবে, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (সূরা আল্ হিজর, আয়াত-২২)। অর্থাৎ আমার নিকট সব বস্তুর ভাণ্ডার রহিয়াছে। কিন্তু আমি ঐগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবতীর্ণ করি না।

অতএব ইহা ঐশী প্রজ্ঞার পরিপন্থী যে, একজন নবীকে উম্মতের সংশোধনের জন্য ঐ সকল জ্ঞান দেওয়া হইবে, যে জ্ঞানের সহিত ঐ উম্মতের সামঞ্জস্যই নাই। বরং পশুদের মধ্যেও খোদা তা'লার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঘোড়াকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ইহা উত্তম কাজ দিবে এবং সে ময়দানে দৌড়ানোর সময় নিজ আরোহীর সহায়ক ও সাহায্যকারী হইবে। এইজন্য একটি ছাগল এই সকল গুণের ক্ষেত্রে ইহার মোকাবেলা করিতে পারে না। কেননা, ইহাকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নাই। অনুরূপভাবে খোদা পাণিকে পিপাসা নিবারণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য আগুন ইহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। মানব-প্রকৃতি অনেক শাখার সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহাতে খোদা বিভিন্ন ধরণের শক্তি রাখিয়াছেন। কিন্তু ইঞ্জিল কেবলমাত্র একটিই শক্তি- ক্ষমার গুণের উপর জোর দিয়াছে, যেন মানব-বৃক্ষের শত শত শাখার মধ্য হইতে কেবল একটি শাখাই বাইবেলের হাতে আছে। অতএব ইহা দ্বারা হযরত ঈসা কতখানি তত্ত্বজ্ঞান ছিল ইহার তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর তত্ত্বজ্ঞান মানব প্রকৃতির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। এইজন্য কুরআন শরীফ পরিপূর্ণ আকারে অবর্তীণ হইয়াছে এবং ইহাতে মনে কষ্ট নেওয়ার কিছুই নাই। আল্লাহ্‌ তা'লা নিজেই বলেন, فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত- ২৫৪) অর্থাৎ কোন নবীকে আমি কোন কোন নবীর প্রধান্য দান করিয়াছি এবং আমাদিগকে সকল কাজে, সকল আচরণে এবং সকল উপাসনায় আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব যদি আঁ হযরত (সা.)-এর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিচ্ছায়ারূপে অর্জন করার ক্ষমতা আমাদের প্রকৃতিতে না দেওয়া হইত তবে এই আদেশ আমাদিগকে কখনো দেওয়া হইত না যে, এই সম্মানিত নবীর অনুসরণ কর। কেননা, খোদা তা'লা ক্ষমতার বাহিরে কোন কষ্টকর বোঝা চাপান না, যেমন তিনি নিজেই বলেন, يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত- ২৮৭) (অর্থঃ আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টকর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না- অনুবাদক)। যেহেতু তিনি জানাইয়াছেন যে, সকল নবীর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়াছে, যেহেতু তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আমাদিগকে এই দোয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ হে আমাদের খোদা" আমাদের পূর্বে যে সকল নবী রসূল, সিদ্দীক ও শহীদ চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সকলের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে সন্নিবেশিত কর। অতএব অতীতের এই উম্মতগুলির উচ্চমার্গের প্রকৃতি সম্পর্কে ইহা দ্বারা আন্দাজ করা যায় যে, তাহাদিগকে অতীতের সকল প্রকারের গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে সামাবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতো সাধারণ নির্দেশ। ইহা হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই কারণেই এই উম্মতের জ্ঞানী-গুণী সূফীগণ এই গোপন সত্যে পৌঁছিয়া গেলেন যে, মানব-প্রকৃতির পরিপূর্ণতার (চরম উৎকর্ষ সাধনের) পরিধি এই উম্মতই পূর্ণ করিয়াছে। ব্যাপারটি এই যে, যেভাবে একটি বীজকে মাটিতে বপন করা হয় এবং ধীরে ধীরে ইহা নিজ পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়া একটি বড় বৃক্ষে পরিণত হয়, সেভাবে মানব জাতি উন্নতি সাধন করিতে থাকে এবং মানবীয় শক্তি স্বীয় পূর্ণতায় অগ্রসর হইতে থাকে এমনকি আমাদের নবী (সা.) -এ যুগে ইহা স্বীয় পূর্ণত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল।

---

* টীকাঃ যদি কেহ বলে হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করিতেন এবং এইরূপ একটি বড় নিদর্শন তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তবে ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃত পক্ষে মৃতের জীবিত হওয়া কুরআন শরীফের শিক্ষার পরিপন্থী। হ্যাঁ, যাহারা মৃতের ন্যায় ব্যধিগ্রস্ত ছিল তাহাদিগকে যদি তিনি জীবিত করিয়া থাকেন তবে এস্থলেও এইরূপ মৃতর জীবিত হইয়াছে। পূর্বের নবীগণও এইরূপ মৃতকে জীবিত করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ ইলিয়াস নবীর কথা বলা যায়। কিন্তু আযীমুশ্বান নিদর্শন আরো আছে, যাহা খোদা দেখাইতেছেন এবং দেখাইবেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৫-১৫৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ঈদুল আযহার খুতবা

সংক্ষিপ্ত

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ২৫ শে সেপ্টেম্বর , ২০১৫, এর জুমুআর খুতবা (২৫ তাবুক ,১৩৯৪ হিজরী শামসী)**

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন, আজ আমরা ঈদ উল আযহা উদযাপন করছি। আমাদের সবাই জানে যে, এই ঈদ এবং হজ্জের সম্পর্ক হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর সাথে। এই ঈদের সম্পর্ক সেই যুগের সাথে যখন আদম সন্তানদের মাঝে ব্যক্তিগত কুরবানীর অন্যতম মান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজ বংশে কুরবানীর এক নব ধারার সূচনা হয়। ব্যক্তিগত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথমবার তখন করেছেন যখন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মূর্তি ভেঙ্গে খন্ড বিখন্ড করে স্বজনদের বিরোধিতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আর এরপর আগুনেও নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, এটি ছিল তখনকার কুরবানী। এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেই আগুনকে তার জন্য সুশীতল ও ঠান্ডা করে দেন আর তিনি নিজের সন্তানকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যমে নিজের বংশ ও প্রজন্মকে উৎসর্গ করেছেন আর একই ভাবে সন্তানও কুরবানী দিয়েছে। অতএব এটি জবাই হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার দিক থেকেও কুরবানী ছিল আর নিজের ছেলেকে নিজ থেকে পৃথক করে দেওয়ার দিক দিয়েও কুরবানী ছিল।

কিন্তু এই কুরবানীও সব কিছু ছিল না। এই কুরবানী তো কেবলসেই কুরবানীর সূচনা ছিল যা পরম মার্গে উপনীত হওয়ার কথা ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লার এটি বলা বা এটি বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি মানুষকে কুরবানীর কত উন্নত মানে পৌঁছাতে পারি। অতএব আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সেই পরম মার্গ লাভ হয়েছে। মানুষ সেই পরম মার্গে পৌঁছেছে পূর্ণ মানবের মাধ্যমে যার নমুনা এবং যার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থন আমরা তিনি (সা.)-এর পুরো জীবনে দেখতে পাই। নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন আমাদের জন্য একটি আদর্শ বা নমুনা। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন আমাদের সামনে এক পূর্ণ আদর্শ। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনেযা কিছু দেখা যায় তার পরম মার্গ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে যে সবঘটনা ঘটেছে আর তিনি যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবংআল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাকে সাহায্য এবং সমর্থন দিয়েছেন, এর মহান দৃষ্টান্ত এবং আরো ব্যাপকতর নমুনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এটি প্রমাণিত সত্য যে, আমাদের নেতা ও মনীব রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শে এবং প্রকৃতিতে পৃথিবীতে এসেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) একত্ববাদকে ভালোবেসে যেভাবে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করেছেন এবং এরপর قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا (সূরা আল্-আম্বিয়া: ৭০) উক্তির মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছেন। অনুরূপভাবে আমাদের নবী (সা.)ও একত্ববাদের প্রেমে ও ভালোবাসায় নিজেকে নৈরাজ্যের সেই অগ্নিতে ঠেলে দিয়েছেন যা তাঁর আবির্ভাবের পর পৃথিবীর সকল জাতিতে তথা সমগ্র বিশ্বে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লার নিজের উক্তি وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (সূরা আল্-মায়েদা: ৬৮)-এর মাধ্যমে সেই অগ্নি থেকে তাকে স্পষ্টভাবে রক্ষা করা হয়েছে। আমাদের নবী (সা.)ও অনুরূপভাবে সেসব প্রতিমাকে নিজ হাতে খন্ড বিখন্ড করেছেন যা খানা কাবাতে রক্ষিত ছিল যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রতিমা খন্ড বিখন্ড করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যেভাবে কাবা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অনুরূপভাবে আমাদের নবী (সা.) সারা পৃথিবীকে খানা কাবার প্রতি আকর্ষণকারী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হওয়ার ভিত্তি রচনা করেছেন কিন্তু আমাদের নবী (সা.) সেই ভিত্তিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। খোদার কৃপা এবং দয়ার ওপর তার এতটাই ভরসা ছিল যে, প্রত্যেক সত্য সন্ধানীর উচিত সে যেন তাঁর কাছ থেকে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা শিখে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন এক জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাদের ভিতর একত্ববাদের নাম চিহ্নও ছিল না, আর কোন কিতাবও ছিল না। অনুরূপভাবে আমাদের নবী (সা.) সেই জাতিতে প্রেরিত হয়েছেন যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিল, আর কোন ঐশী গ্রন্থও তাদের হাতে ছিল না। আরো একটি সাদৃশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম (আ.)-এর হৃদয়কে খুব ভালোভাবে পবিত্র করেছিলেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তিনি সকল আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিতশ্রদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়া তাঁর আর কেউ আপন ছিল না। অনুরূপ বরং এর চেয়ে বেশি ঘটনা আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে ঘটেছে। যদিও মক্কায় এমন কোন ঘর ছিল না যে ঘরের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক ছিল না অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রায় সবার সাথেই ছিল কিন্তু খোদার দিকে আহ্বানের কারণে সবাই তাঁর শত্রু হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়া আর কেউ তার সঙ্গ দেয়নি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিঃসঙ্গ পেয়ে এত সন্তান সন্ততি দান করেছেন যাদের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মত অগণিত। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-কে একা ও নিঃসঙ্গ পেয়ে অগণিত ও অশেষ দানে ভূষিত করেছেন এবং তাঁর সঙ্গী হিসেবে এমন সব সাহাবা তাঁকে দান করেছেন যারা আকাশের নক্ষত্রের মত সংখ্যায় কেবল অগণিতই ছিল না বরং তাদের হৃদয় তৌহীদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।"

(তারইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৪৭৬-৪৭৭)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার জাতি বা তার বংশ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা সব জাতির পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে এবং তখন যে সমস্ত স্থানে তাঁর পয়গাম বা বাণী পৌঁছেছে সেখানেও জ্বালানো হয়েছে। বরং আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে এই আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছে। আর এই আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য হলো কোন না কোন ভাবে তাঁকে দুর্নাম করা, কোন ভাবে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত নাম সর্বস্ব ধর্মহিসেবে চিহ্নিত করা অথবা এমন এক ধর্ম হিসেবে তুলে ধরা যার কোন মূল নেই বা আসল রূপ অক্ষুন্ন নেই। কিন্তু অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তোমরা কখনো তা করতে পারবে না কেননা তিনি (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.)-এর বাণীকে পৃথিবী সর্বত্র জয়যুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ্।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একত্ববাদ তথা তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের আবেগ অনুভূতিরও কুরবানী দিয়েছেন এবং স্ত্রী সন্তানেরও কুরবানী দিয়েছেন আর তাদেরকে মক্কায় বসতি স্থাপনের জন্য রেখে যান যেখানে খাওয়ারও কিছু ছিল না আর পান করারও কিছু ছিল না। কিন্তু খোদার নির্দেশে তাদেরকে এখানে রেখে যাওয়া আবশ্যক ছিল যেন খোদার প্রথম ঘর সেই ভিত্তির ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় যার চিহ্ন মুছে গিয়েছিল এবং পৃথিবীতে পুনরায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেভাবে কাবা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) দোয়া করেছিলেন যার কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(সূরা আল্-বাকারা: ১২৮) অর্থাৎ আর যখন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এই দোয়ার মাধ্যমে সেই বিশেষ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ কর কেননা তুমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী। এরপর দোয়ার পরের অংশ হলো,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (البقرة:129)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দু'জন অনুগত বান্দায় পরিণত কর এবং আমাদের বংশ থেকেও তোমার এক অনুগত উম্মত সৃষ্টি কর। আর আমাদেরকে তোমার ইবাদত এবং কুরবানীর রীতি ও পদ্ধতি শিখাও আর আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর কেননা তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী। সুতরাং হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর দোয়া গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পায় এবং তাদের বংশে খোদার অনেক অনুগত বান্দার জন্ম হয়। আর তারা এমন অনুগত বান্দা ছিলেন যারা তাদের বংশে আনুগত্যের পরম মার্গে উপনীত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আনুগত্যের রীতি শিখেছেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন আর তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কাবা শরীফকে প্রতিমা থেকে পবিত্র করার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য রাতের ঘুমের পরোয়া করেননি এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু এই ইবাদত এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা সেটি তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

এর পর সাতের পাতায়

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এই জামাতের এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে, জামাতের সকল শ্রেণীর এবং সকল বয়সের লোকেরা এটি মনে করে যে, জলসা সালানায় আগত মেহমানদের সেবা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গোলাম আজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিঃস্বার্থ, নিবেদিত, অক্লান্ত এবং সানন্দে আতিথেয়তা করে যাচ্ছে। আর এটিই আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা এই মেহমানদের সেবা করি এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে উত্তম রূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করি।

মেহমানদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা তাদের অধিকার এবং এটি মেযবানের কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় যেখানে জামাতের স্থায়ী কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লঙ্গরখানা চালু আছে। বিশেষ করে জলসার সময় তো এর বিশেষ ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

যখন খিদমতের উদ্দেশ্যে আপনারা নিজেদেরকে পেশ করেন তখন কোন তারতম্য ছাড়াই প্রত্যেকের খিদমত করা উচিত। জলসায় আগত প্রত্যেক ব্যক্তিই জলসার মেহমান। অতএব প্রত্যেক মেহমানের সাথে সদাচরণ করা খুবই জরুরী।

একই সাথে আমাদের এই দোয়াও করা উচিত আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ক্ষুদ্র সেবাকে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের জন্য করা হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করুন এবং আমাদের সবকর্ম যেন লৌকিকতামুক্ত হয় আর কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ৫ ই আগস্ট , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৫ যাহুর,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী জুমুআ থেকে জামাতে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা শুরু হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মেহমানদের আগমন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা জলসা সালানার কর্তৃপক্ষকে এই জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে যারা মেহমান হিসেবে আসবেন অথবা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা আসবেন তাদের সেবা করার তৌফিক দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মেহমানদের সেবার জন্য যুক্তরাজ্যের সকল যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলা স্বেচ্ছায় সেবা করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করে থাকে। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যতই বাড়ছে ব্যবস্থাপনাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সেবকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে শিশু, যুবক, মহিলা, পুরুষ সবাই খুশি মনে নির্দ্বিধায় নিজেদেরকে সেবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে। অধিকাংশ যুবক এবং শিশুরা এই সেবাকে আল্লাহ্ তা'লার বড়ই অনুগ্রহ রূপে মনে করে। কেননা, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এই জামাতের এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে, জামাতের সকল শ্রেণীর এবং সকল বয়সের লোকেরা এটি মনে করে যে, জলসা সালানায় আগত মেহমানদের সেবা করতে হবে।

গত সপ্তাহে জুমুআর দিন থেকে রবিবার দিন পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত আমেরিকার জলসা ছিল। সেখানেও তাদের প্রোগ্রাম যা কিনা ইন্টারনেটে দেখানো হয়েছিল, ইউটিউবে এসেছিল। আমি সেখান থেকে একটি ইন্টারভিউ দেখেছি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন কর্মকর্তার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। কিভাবে জলসা সালানার প্রস্তুতির জন্য খাদেমগণ এবং স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করেছিল সে বিষয়েই তিনি বলছিলেন। একইভাবে ১৯/২০ বছরের একটি ছেলের ইন্টারভিউ আমি দেখি যার জন্ম এবং শৈশব কাল সেখানেই কেটেছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় এই যে, সমস্ত কাজ তুমি করলে এর প্রতিদানে তুমি কি পাবে? কত ডলার তুমি পাবে? এই প্রশ্ন অনেককেই করা হয়েছিল। যেভাবে আমি বলেছি, সে সেখানেই বড় হয়েছে, জাগতিক চিন্তার মাঝেই। সেই যুবকেরও একই উত্তর ছিল যে, আমরা তো স্বেচ্ছায় এই কাজ করি। যে পারিশ্রমিক আমরা পাই তা জাগতিক মানুষদের চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে। আমরা তো খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে থাকি। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের আহমদীর মানসিকতা একই রকম। হোক সে আফ্রিকান অথবা ইন্দোনেশিয়ান অথবা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী অথবা পশ্চিমের উন্নত কোন দেশের অধিবাসী। পৃথিবী যেখানে স্কুল কলেজের ছুটির দিনগুলোতে খেলাধূলা এবং ভ্রমণ করার উৎসাহ যোগায়,যেখানে জাগতিক চাকুরিজীবিরা ছুটি পেলে অবসর যাপন করে এবং নিজ পরিবারের সাথে সময় কাটায়, ঠিক সেই সময় একজন আহমদীর দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হয়। যদি সেই ছুটির সময় কোন জলসা নিকটবর্তী হয় তখন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অফিসার, কর্মচারী এবং দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নির্বিশেষে এমনকি শিক্ষার্থীরাও প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্ডিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে কোন বড় হলঘরে অথবা এমন জায়গায় জলসা হয়ে থাকে যেখানে সকল সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের জলসা এমন স্থানে হয় যেখানে প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সাময়িকভাবে হয়ে থাকে এবং সকল সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা যা সর্বত্র পাওয়া যায় তাও সেখানে ব্যবস্থা করতে হয়। অন্যদিকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই শর্তও দেওয়া হয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জলসার সমস্ত জিনিস গুছিয়ে আবার পূর্বের মত কৃষি জমি অথবা ফার্ম বানিয়ে দিতে হবে। আর এই সমস্ত কাজ ২৮ দিনের মধ্যে করতে হয়। তাই এই সীমিত সময়ের মধ্যে অনেক বড় কাজ

করার জন্য প্রচুর স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হয়। কাজ শুরু করে শেষ করার যে সময় তা কাজের ব্যপকতার তুলনায় অনেক কম। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ করার ফলে অনেক কাজ এমন রয়েছে যা ২৮ দিনের অনেক পূর্বেই শুরু হয়ে থাকে যা জলসাগাহ্-তে তৈরি করা হয় না কিন্তু তা তৈরির জন্য দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব থেকেই স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ শুরু করে দেয়। যদিও এখানে কতক কর্মকর্তা এমন রয়েছেন যারা নিজেদের সম্পদের পাশাপাশি প্রায় দেড় দুই মাস পর্যন্ত সময় এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করে করতে থাকেন। আর এই সময় স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য অনেক দীর্ঘ একটি সময়। সুতরাং এ থেকে যুক্তরাজ্য জলসায় যেসব স্বেচ্ছাসেবী কাজ করার লক্ষ্যে কুরবানী করে থাকেন এবং ডিউটি দিয়ে থাকেন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। বছরের পর বছর ধরে এই সেবা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তারপরও এমনও অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন যারা নতুন অংশগ্রহণ করছেন। তাদের মধ্যে কতক এমন আছেন যারা সরাসরি মেহমানদের মুখোমুখি হন। তাদের কাছে ডিউটি দিতে হয়, কতকের দায়িত্ব এমন যা জলসার দিনগুলোতে শুরু হবে। কিছু মানুষের তো ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কেননা মেহমানরা আসতে শুরু করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, তাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়মানুযায়ী আমি এখন সংক্ষেপে কিছু বলব।

নিঃসন্দেহে কতক স্থানে মানুষের সেবা করার স্পৃহা অনেক বেশি হয়ে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকের প্রকৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ কেউ খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে আবার কেউ অজ্ঞতার কারণে এমন কিছু কথা বলে বসে বা তাদের মাধ্যমে এমন কোন ঘটনা ঘটে যাতে মেহমানরা কষ্ট পেয়ে থাকে। স্মরণ করানোর ফলে সেই সব স্বেচ্ছাসেবীরা সতর্ক হয়ে যায়। এবং আরো বেশি মনোযোগের সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে। নতুবা আমি তো এ কথায় মোটেও বিশ্বাসী নই যে, কর্মকর্তারা আবেগ নিয়ে কাজ করে না। বরং এই সব কর্মকর্তারা কাজের স্পৃহা নিয়ে কাজ করে থাকে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সতর্ক করে দেয়াও আল্লাহ্ তা'লার আদেশ। এজন্য প্রতি জলসার এক জুমুআ পূর্বে এদিকে আমি দৃষ্টি দিই। কুরআন করীমেও আল্লাহ্ তা'লা মেহমানদের উল্লেখ করে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আতিথেয়তার স্মরণ করিয়ে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন। মহানবী (সা.)ও বিভিন্ন স্থানে আতিথেয়তার গুরুত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও এদিকে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। বরং নিজের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এটি বলেছেন যে, ধর্মের খাতিরে সফর করে আসা মেহমানদের আতিথেয়তা করা। তিনি এক স্থানে লিখেন,

"এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শাখা হলো, অতিথিগণ এবং সত্যের অন্বেষণে ও অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিগণ যারা এই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পেয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেরণায় সাক্ষাত করতে এসে থাকেন। তিনি বলেন, এই শাখাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।" (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৪) এরপর তিনি আরো বলেন, "বর্তমানে হাজার হাজার সংখ্যায় লোক আসছে। কাদিয়ানের ছোট্ট একটি গ্রামে যেখানে সে যুগে কোন ধরণের সুযোগ সুবিধাই ছিল না মেহমানদের আতিথেয়তার জন্য বাটালা অথবা অমৃতসর থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দ্রব্য-সামগ্রি আনাতেন। এমতাবস্থায় কিছু মানুষ অস্থির হয়ে পড়তেন এই ভেবে যে, যাতায়াতের কোন উপকরণ নেই। কখনো হেঁটে যেতে হতো। অধিকাংশ সময় ঘোড়ার গাড়িতে অথবা এক্কা-তে করে যেতে হতো। এরকম পরিস্থিতিতে এমন প্রত্যন্ত কোন এলাকায় আতিথেয়তা করা খুবই কঠিন কাজ। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়কে দৃঢ় করার জন্য প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন। একটি আরবী ইলহাম রয়েছে যার অর্থ হলো, দলে দলে মানুষ তোমার দিকে আসবে। সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যক হবে তুমি যেন তাদের সাথে খারাপ আচরণ না কর। এবং এটি তোমার জন্য আবশ্যক যেন তুমি মানুষের আধিক্য দেখে ক্লান্ত না হও।

(লেকচার সিয়ালকোট, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪২)

আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা সেই দৃশ্য দেখতে পাই যে, মানুষ অধিক হারে আসে এবং আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক খাদ্য গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যে যুগ খলীফার উপস্থিতিতে জলসা হওয়ার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মেহমান এসে থাকে। তারা কেবল এজন্যই আসে যাতে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গোলাম আজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিঃস্বার্থ, নিবেদিত, অক্লান্ত এবং সানন্দে আতিথেয়তা করে যাচ্ছে। আর এটিই আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা এই মেহমানদের সেবা করি এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে উত্তম রূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করি।

জলসাতে অ-আহমদী এবং অ-মুসলিমরাও এসে থাকে। সর্বদাই তারা কর্মকর্তাদের কাজে মুগ্ধ হয়। আর এটি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, ছোট ছোট শিশুরা কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে এবং অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে তা সম্পন্ন করছে।

গত বছর একজন মেহমান উগান্ডা থেকে এসেছিলেন। তিনি সেখানকার একজন মন্ত্রীও বটে। তিনি বলেন, আমি আতিথেয়তা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, কিভাবে স্বেচ্ছায় মানুষ এতটা কুরবানী করছে। আমার কল্পনাতেও ছিলনা যে, আমি এমন একটি জলসাতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি যেখানে মানুষ নয় বরং ফিরিশতাদের কাজ করতে দেখবো। তিনি বলেন, বার বারও যদি কেউ কিছু চায় তবে তা হাস্যোজ্জ্বল মুখে এনে দেওয়া হয়। অনেকে এ কথাও বলে থাকেন যে, ছোটশিশুরা বিমলীন চিত্তে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করছে। জলসাগাহ্-তে পানি খাওয়াতে দেখলাম তা-ও অনেক খুশি মনে। বারবার তাদের কাছে পানি চাওয়া হচ্ছে অথবা বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা বলা হচ্ছে আর এটি শুধু বিশেষ মেহমানদের জন্যই নয় বরং প্রত্যেক মেহমানের জন্য। এই হলো কর্মকর্তাদের নমুনা আর এগুলোই হলো তাদের সেবার স্পৃহার মানদন্ড যা কেবল মাত্র আহমদীয়া জামাতের কর্মকর্তাদেরই বৈশিষ্ট্য, আর এটিই হওয়া উচিত। সুতরাং এই বিশেষ গুণাবলী প্রত্যেক কর্মকর্তাকে সর্বদা ধারণ করা প্রয়োজন, সে যে বিভাগেরই হোক না কেন।

আমাদের জলসার মেহমানরা যখন আসেন তখন তাদেরকে বিভিন্ন বিভাগের মুখোমুখি হতে হয়। আসার সাথে সাথেই অভ্যর্থনা বিভাগ অভ্যর্থনা জানায়। এই বিভাগ সবসময় খুব সুচারুরূপে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। বর্তমানে যাত্রাকালীন যত সুযোগ সুবিধাই থাকুক না কেন মেহমানরা যখন সফর করে আসেন, সফরের ক্লান্তি তাদেরকে অবশ্যই গ্রাস করে থাকে। এজন্য অভ্যর্থনা বিভাগের এই বিষয়টি সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

এই বিভাগের একটি অংশ তো এয়ারপোর্টে মেহমানদের স্বাগত জানানোর কাজ করে থাকে। সাধারণত ব্যবস্থাপনা ভালোই থাকে কিন্তু প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ থেকে আগত সফরকারী মেহমান গাড়িতে করে এসে থাকেন অথবা বাসে করে কয়েক ঘন্টা সফর করে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এজন্য তারা যদি জামাত নির্ধারিত থাকার জায়গায় গিয়ে উঠেন তবে ব্যবস্থাপনাকে মহানবী (সা.)-এর সেই কথাকে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজ ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হও এবং এটি সদকা। (সুনান তিরমিযী) আরো এক জায়গা তিনি (সা.) বলেন, ক্ষুদ্র নেকীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করো না। নিজ ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও একটি পুণ্য কাজ। দেখুন ইসলামের শিক্ষা কত সুন্দর! মেহমানদের সম্মান করার নির্দেশ তো এমনিতেই রয়েছে যার বিপরীতে প্রতিদানও রয়েছে। তারপর আবার আগত মেহমানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা সদকা দেওয়ার সমান গুরুত্ব রাখে। আর সদকার সাথে তুলনা করার ফলে সোয়াবের ভাগিদারও তাকে বানানো হয়েছে। এই উভয়ই পুণ্য কাজ। একটি আতিথেয়তা অপরটি হাস্যবদনে কথা বলে সদকা সমতুল্য পুণ্য অর্জন করা। ভালোবাসার সাথে কথা বলা, হাসিমুখে কথা বলা একটি পুণ্য কাজ। এর ফলে কতটা পুরস্কার দেওয়া হবে তা আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের চেয়ে ভালো জানেন।

আবার রাস্তা দেখানোকেও মহানবী (সা.) এক প্রকার সদকা হিসেবে গণ্য করেছেন। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) যে বিভাগ এই কাজের জন্য নিযুক্ত আছেন তাদেরকেও এ কথা মনে রাখা উচিত। আগত মুসাফিরদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করুন। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে তাদেরকে থাকার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দিন। বিশেষভাবে যখন মহিলারা এবং বাচ্চারা এসে থাকে অর্থাৎ যখন কেবল মহিলারাই থাকে এবং কোন পুরুষ তাদের সাথে না থাকে, তাদের সাথে বাচ্চা থাকে, তাদেরকে নিজ নিজ থাকার জায়গায় পৌঁছে দেওয়া অভ্যর্থনা বিভাগের অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব। আর এটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয় যে, কখনো জিনিসপত্র উঠানোর প্রয়োজন পড়ে তখন হাসিমুখে তাদের সাহায্য করা কেবল অভ্যর্থনা বিভাগেরই কাজ নয় বরং প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদের এটি দায়িত্ব।

আজকাল পরিস্থিতির কারণে সচিত্র পরিচয়পত্র সাথে রাখা জরুরী। বাইরে থেকে আগত কিছু মানুষ পরিচয়পত্র এবং তথ্যাদি নিয়ে আসেন তারপর তাদের জলসার কার্ড এখান থেকে বানিয়ে দেওয়া হয়। কখনো এমন পরিস্থিতি সামনে আসে যে, কিছু মানুষের কাছে সত্যায়নপত্র থাকে না। এমতাবস্থায় নিশ্চয়তা প্রদান করা খুবই জরুরী হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা না পাওয়া যায় ততক্ষণ তাদের কার্ডও বানানো যায় না। সত্যায়ন প্রক্রিয়া হওয়া উচিত কিন্তু সেই সময়টুকুতে আগত ব্যক্তিদের সাথে সদাচরণ করে তাদেরকে বসার জায়গা দেওয়াও অত্যন্ত জরুরী। অনেক সময় তাদের

সাথে ছোট শিশু থাকার কারণে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে করতে তারা অস্থির হয়ে যায়।

প্রথমত প্রত্যেক আগত মেহমানকেও এটি খেয়াল রাখা উচিত যে, যখন আপনারা জলসায় আসবেন তখন আপনাদের সকলের (AIMS) জামাতী সত্যায়নপত্র সাথে নিয়ে আসা উচিত অথবা নিজ পরিচয় পত্রও সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত। যদি কোন কারণে সেটি রেখে আসেন তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম চলাকালীন তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখুন। যেভাবে আমি বলেছি তাদের বসার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর অতিথিদের খাবারের বিষয়টি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জামাতী ব্যবস্থাপনায় যেসব মেহমান অবস্থান করছেন তারাও রয়েছেন। তাদেরকে দু'বার অথবা তিন বার আহার করানো প্রয়োজন। কিন্তু জলসার তিন দিনে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মেহমান যারা সাধারণত জলসা শুনতে আসেন কমপক্ষে দুপুরের খাবার জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে খেয়ে থাকেন। সে সময় খাদ্য বিভাগের অফিসারগণ এবং সহকারীগণ এই কথা স্মরণ রাখুন, মেহমানদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। হাসিমুখে কথা বলা মেহমানদের অধিকার। আর এটি মেযবানদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। কিছু লোক খাবারের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করে থাকে অথবা বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা প্রকাশ করে। এটি চাই, সেটি চাই। কিন্তু কর্মকর্তাদের তারপরও সহ্য করা উচিত। খাবার এমন একটি জিনিস যেখানে খাবার পরিবেশনকারীদের সামান্য অবহেলা অথবা তুচ্ছ কোন কথাও মেহমানদের আবেগে আঘাত হানে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা অতিথি আপ্যায়নের সময় এমন আদর্শ স্থাপন করতেন যা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যখন একজন সাহাবীকে কোন মেহমান সাথে নিয়ে খাবার খাওয়ানোর জন্য তিনি (সা.) বলেন তখন সেই সাহাবী নিজ বাসায় তো নিয়ে যান ঠিকই কিন্তু তার স্ত্রী বলেন, ঘরে তো খুব সামান্য খাবারই অবশিষ্ট আছে যা বাচ্চাদের জন্য রাখা হয়েছে। তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে এই পরামর্শ করলো যে, বাচ্চাদেরকে কোনভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর যখন মেহমানের সামনে খাবার দেওয়া হবে তখন প্রদীপ নিভিয়ে দাও। আর গৃহস্থরা অন্ধাকারে নিজেরাও খাওয়ার ভান করে। যাতে করে মেহমান তৃপ্তিসহকারে খেতে পারে। আর সে যেন এটি বুঝতে না পারে যে, তারা খাবার খাচ্ছে না। অর্থাৎ এই কৌশলটি যেন মেহমান বুঝতে না পারে। আর গৃহস্থ এভাবেই অতিথি আপ্যায়ন করলেন এবং মেহমান তৃপ্তিসহকারেই খাবার খেলেন। সকালে যখন সেই আনসারী সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমার রাতের বিষয়টি এবং কৌশল দেখে আল্লাহ্ তা'লাও হেসেছেন। (বুখারী, কিতাব মুনাকিবুল আনসার) । সেই পরিবার এই কুরবানী এজন্য করেছিল কেননা সেই মেহমান বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর মেহমান ছিল। সাধারণত সাহাবীরা মেহমানদের আপ্যায়ন তো করতেন কিন্তু তার সাথে এই বিশেষ ব্যবহারের এটিও একটি কারণ ছিল।

বর্তমানে আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তা এই কুরবানী এজন্য করে থাকেন এবং এই স্পৃহা নিয়েই কুরবানী করা উচিত যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের মেহমানদের সেবা করছেন। যদিও তা ক্ষুধার্ত থাকার কুরবানী হোক অথবা নিজের খাবার মেহমানদেরকে খাওয়ানো হোক। কেননা বাচ্চাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়ানোর কুরবানী অনেক বড় কুরবানী যা আজকাল দিতে হয় না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় যেখানে জামাতের স্থায়ী কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লঙ্গরখানা চালু আছে। বিশেষ করে জলসার সময় তো এর বিশেষ ব্যবস্থা হয়ে থাকে। আমাদের তো কেবল লঙ্গর থেকে খাবার নিয়ে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করার সেবাটুকুই করতে হবে। আর তাদের সাথে একটু হাসিমুখে কথা বলতে হবে। এতেই আল্লাহ্ তা'লা খুশি হয়ে যান যে, সে ব্যক্তি ধর্মের খাতিরে সফর করে জলসায় আগত মেহমানদের সেবা করেছে। যদি সঠিকভাবে আতিথেয়তা না হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন।

একবার মেহমানদের সাথে খুব ভাল আচরণ করা হয় আর অপর স্থানে তাদেরকে অবহেলা করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যিয়াফত বিভাগের যে ব্যবস্থাপনা ছিল বা যারাই তখন কর্মকর্তা ছিলেন তারা এই কাজই করেছিলেন যে কারণে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সে রাতেই জানালেন যে, রাতে লোক দেখানো কাজ করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে আপ্যায়ন করা হয়নি। কতক মিসকীন খাবার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ এতে ভীষণ অস্তুষ্ট হন এবং ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে নিয়ে নেন। বরং এটিও বর্ণনা করা হয় যে, ঐ কর্মকর্তাদেরকে তিনি ছয় মাসের জন্য কাদিয়ান থেকে বের করে দেন। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা-৬৮৯) সুতরাং আমরা যখন নিজেদেরকে সেবার খাতিরে উপস্থাপন করি তখন কোন রকম তারতম্য না করে সবার সেবা করা উচিত। জলসায় আগত প্রত্যেক মেহমান জলসার মেহমান। প্রত্যেকের সাথে ভালো ব্যবহার করা, প্রত্যেকের সাথে হাসিমুখে কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। এমন নয় যে, অমুক ধনী ব্যক্তি অথবা অমুক বিশিষ্ট মেহমান, তাকে অমুক জায়গায় খাবার খাওয়াতে হবে এবং অমুককে নয়। যেখানেই খাবার ব্যবস্থা করা হয় সেখানেই খাবার খাওয়াবেন। কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর তো উচিত এক জায়গায়ই খাবার খাওয়া। কিছু স্থান বিশেষ মেহমানদের জন্য বানানো হয়েছে এবং অ-আহমদী কিংবা অ-মুসলিমদের জন্য বনানো হয়েছে, সেখানে কেবল তাদেরই যাওয়া উচিত। এদিকেও ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি জানি কতক কর্মকর্তা এমন রয়েছেন যারা নিজেদের পরিচিতজনদের সেখানে খাবার খাওয়াতে নিয়ে যায় যা কিনা শুধুমাত্র মেহমানদের জন্য নির্ধারিত থাকে। এজন্য সাধারণত কোন আহমদী কর্মকর্তাই হোক বা অন্য কেউই হোক তাকে সাধারণ মেহমানদের জায়গায় গিয়ে খাবার খাওয়া উচিত।

একই সাথে আমাদের এই দোয়াও করা উচিত আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ক্ষুদ্র সেবাকে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের জন্য করা হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করুন এবং আমাদের সবকর্ম যেন লৌকিকতামুক্ত হয় আর কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সময়ে মেহমানদের আধিক্য এতটাই বেড়ে যেত যে, থাকার ব্যবস্থার সমস্যা হয়ে যেত কেননা কাদিয়ান ছোট্ট একটি জায়গাই ছিল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ অনুযায়ী যে 'উদ্বিগ্ন হয়ো না আর ক্লান্তও হয়ো না' মেহমানদের জন্য যতটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল তার আদেশ দিতেন। কোন সময় এমন পরিস্থিতিও হয়েছে যে, শীতের দিনে অনেক বেশি মেহমানের আগমনের কারণে তিনি (আ.) নিজের ও সন্তানদের গরম কাপড়ের বিছানা-পত্র মেহমানদের জন্য এনে দিয়েছেন। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯১-৯২) একবার এত বেশি মেহমানের আগমন হল যে, হযরত আম্মাজান হযরত উম্মুল মু'মিনীন অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন এ কারণে যে, মেহমানগণ কোথায় অবস্থান করবে আর কিভাবে তাদের ব্যবস্থাপনা করা হবে। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক কাহিনী শুনান যে, এক মুসাফিরের জঙ্গল অতিক্রমকালে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আর রাত অন্ধকারে ডুবে গেল, নিকটবর্তী স্থানে না ছিল কোন শহর আর না ছিল কোন বসতি যেখানে গিয়ে সে বিশ্রাম নিতে পারে, কোন উপায় না পেয়ে সেই বেচারা একটি গাছের নিচে রাত অতিবাহিত করার জন্য বসে পড়লো। ওই গাছের ওপর পাখির একটি বাসা ছিল, পুরুষ ও স্ত্রী পাখি মিলে এই সিদ্ধান্ত করল যে, এই ব্যক্তি যে আমাদের গাছের নিচে বসে আছে সে আজকে আমাদের মেহমান আর এর জন্য আমাদের ওপর দায়িত্ব হল তার মেহমান নেওয়াজী করা। এখন কিভাবে মেহমান নেওয়াজী করবে তা ভেবে সিদ্ধান্ত করলো যে, প্রথমত শীতের রাত আমাদের মেহমানের শীত লাগবে তাই প্রথমে আগুন পোহানোর জন্য কোন কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর ভাবলো যে, আমাদের কাছে তো আমাদের ঘরটি ছাড়া আর কিছুই নেই তাই এটিকে যদি নিচে ফেলে দেই যার ডাল-পালা দিয়ে আগুন জালিয়ে মেহমান কিছুক্ষণ শীত নিবারণ করতে পারবে। সুতরাং তারা নিজেদের বাসাটি নিচে ফেলে দিল আর সেই ব্যক্তি এটি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পোহাতে লাগল। অতঃপর তারা এই সিদ্ধান্ত করল আমাদের কাছে মেহমানের খাবার ব্যবস্থার জন্য তো কিছুই নেই তাই চল আমরা নিজেরাই এই জলন্ত আগুনে ঝাপ দিই, আর যখন এই আগুনে পুড়ে সিদ্ধ হয়ে যাব তখন মেহমান আমাদেরকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। সুতরাং তারা এমনটিই করল আর মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা করে দিল। (সীরাত হযরত মসীহ মওউদ, রচয়িতা শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানী) তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কাহিনী শুনানোর উদ্দেশ্য হল মেহমানদের আগমনের কারণে বিচলিত না হয়ে যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ যাবতীয় ত্যাগ স্বীকার করে মেহমান নেওয়াজী করতে থাকা উচিত। অতএব এটি আমাদের সবার জন্য শিক্ষনীয় বিষয়, বিশেষ করে তার জন্য যে নিজেই নিজেকে এই কাজের জন্য উপস্থাপন করে আর নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুরো চেষ্টা করে থাকে।

ডিউটির বিভিন্ন বিভাগ থেকে থাকে। যেমন কার পার্কিং-এরও একটি বিভাগ রয়েছে, এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ, কখনও কখনও মেহমানরাও এখানে দুর্ব্যবহার করে আর কর্মীদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং না করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পার্কিং করতে চায় এমন পরিস্থিতিতে কর্মীদের উচিত যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে শান্তভাবে বুঝানো এরপর তার উর্ধতন কর্মকর্তা যিনি আছেন তাকে অবগত করা। বিগত বছরে এমন অভিযোগ আসতে থাকে যে, গাড়ি নিয়ে আগমণকারী কিছু বোন বা মহিলারা বলেছেন যে, আমরা গাড়ী আরো সামনে নিয়ে যেতে চাইলে

সেখানকার দায়িত্বরত কর্মীদের সাথে বাকবিতণ্ডাও হয়েছে। নি:সন্দেহে নিজের কর্তব্য পালন করা কর্মীদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব আর বর্তমান পরিস্থিতিতে তো আরো অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত বিশেষ করে পার্কিং-এর ক্ষেত্রে। কিন্তু এর সাথে যেভাবে আমি বলেছি, উত্তম আদর্শের বহি:প্রকাশও হওয়া চায়। যদি কারো কোন সমস্যা থাকে বা অসুস্থ্যতা বা অন্য কোন কারণ তাহলে তাকে শান্তভাবে বুঝান আর বলুন যে, আমি আমার উর্ধতন কর্মকর্তাকে সংবাদ পাঠাচ্ছি তিনি হয়তো আপনার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দিবেন কিন্তু এই সময় পর্যন্ত তাকে এই আবেদনও সুন্দরভাবে করুন যে, আপনি একপাশে অপেক্ষা করুন অপর দিকে মেহমানকেও এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে, বাকী যে ট্রাফিক আছে তা যেন বাধা গ্রস্থ না হয় কেননা কোন কোন সময় এই বাক-বিতন্ডায় গাড়ীর লম্বা লাইন লেগে যায় আর অন্যদের ওপর এর প্রভাব পড়ে।এছাড়াও জলসার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর লোকেরা যখন জলসাগাহে আসতে শুরু করে এতে যারা বসে আছেন তাদেরও অসুবিধা হয়।

প্রত্যেক বিষয় যা বিগত জলসায় সামনে এসেছে ব্যবস্থাপকদের উচিত তা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং প্রত্যেক বিভাগ যার সামনে এসব দৃষ্টান্ত রয়েছে তাকেও পর্যালোচনান্তে অফিসার জলসা সালানার কাছে বলা। কিভাবে এর উত্তম ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেন এই বছর অপেক্ষাকৃত উত্তম সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সে সম্পর্কেও আলোচনা করা উচিত। ছোট খাটো সমস্যা তো হয়েই থাকে। কিন্তু চেষ্টা করা উচিত সমস্যার পরিমাণকে সাধ্যমত কম করার।

স্কেনিং এবং চেকিং এর জন্যও সমস্ত সাবধানতার সাথে এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যে দীর্ঘ সময় ধরে যেন অপেক্ষা করতে না হয় আর কোনভাবেই যেন তাদের কষ্ট না হয়। প্রবেশ দার এবং জলসা গাহে প্রবেশ পথ যেটি আছে তাতে বার বার এই ঘোষণাও করা হয়ে থাকে যে, আগমনকারীরা নিজ নিজ কার্ড সামনে রাখুন আর সারিবদ্ধ হয়ে থাকুন যেন দ্রুততার সাথে লোকেরা প্রবেশ করতে পারে।

এমনইভাবে গোসলখানার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কর্মী রয়েছেন। মহিলা এবং পুরুষ উভয় স্থানেই অনেক সময় তারা বিচলিত থাকেন যে, লোকেরা নোংরা করে রেখে যায়। যদিও সহায়তাকারীরা বার বার ঘোষণা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, পরিচ্ছন্নতার দিকেও দৃষ্টি দিবেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। তাই এজন্য নিজেদের পরিসরকেও পরিস্কার রাখুন আর গোসলখানাকেও পরিস্কার করে যান। কিন্তু যদি মেহমান হয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন বিষয়। বিশেষত লোকেরা পারস্পরিক সহযোগিতাও করে থাকে। তথাপি গত বছর পর্যন্ত অভিযোগও আসতে থাকে। কিন্তু যদি কেউ সহযোগিতা নাও করে তাহলেও দায়িত্বরত কর্মীরা নিজে পরিস্কার করুন আর এটাই তার ডিউটি হয়ে থাকে আর এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন যে, কোনভাবেই মন্দ আচরণ যেন তার পক্ষ থেকে পরিলক্ষিত না হয় আর কখনই ধৈর্য্যহারা যেন না হয়।

একইভাবে জলসাগাহের অধিকাংশ পরিচ্ছন্নতার কাজ কর্মীদের করতে হয়। এর সাথে জলসা গাহের কোন স্থানে যদি নোংরা এলাকা থাকে তাহলে তাও দেখুন। মহিলা এবং পুরুষদের অংশেও কখনও কখনও বাচ্চারাও ওয়ানটাইম গ্লাস, কৌটা ইত্যাদী ব্যবহৃত দ্রব্যাদী যত্রযত্র ছুড়ে ফেলে আর কখনও কখনও বড়রাও অসাবধনতাবশতঃ অনুরূপ কাজই করে। এমন হলে সাথে সাথেই তা পরিস্কার করতে থাকুন যাতে কর্মীদের বিশেষ করে গোটানোর কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য সুবিধা হয়। কেননা সেইসব কর্মীদের কেবল মাত্র জলসা গাহ থেকে মার্কি উঠিয়ে নেওয়া আর বড় বড় সব আসবাব পত্র গুটিয়ে নেওয়ার কাজই থাকে না বরং সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সবরকম আবর্জনা ও বর্জ্য কাগজপত্রাদিও উঠিয়ে নেওয়াও আবশ্যিক হয়ে থাকে। তবেই কাউন্সিল জলসা করার অনুমতি দেয়।

যাইহোক, এদিকটাতেও অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি সযত্নে আকর্ষণ করতে থাকা উচিত যে। যত্রতত্র টিনের কৌটা ইত্যাদি আবর্জনা না ফেলে যেন নির্ধারিত ডাস্টবিনে ফেলা হয়।

জলসার তরবিয়ত বিভাগকে কাজকর্মের এদিকটাতেও সতর্ক থাকা উচিত যে, তারা সাধারণভাবে লোকদেরকে বিশেষ করে জলসায় যোগদান করতে যেসব ব্যক্তিবর্গ আসেন তাদেরকে জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকুন। কর্মীবৃন্দ যারা নিজেদেরকে সেবার জন্য বিশেষভাবে নিজেকে পেশ করে তাদের জন্য আবশ্যকীয় হল তারা যেন আত্মনিবেদিত হয়ে সেবা প্রদান করে আর যেমনটা আমি পূর্বেই বলেছি সাধারণভাবে জলসায় নিয়োজিত কর্মীরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের অনুপ্রেরণায় কাজ করে থাকেন কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ভুল-ত্রুটিও দেখা যায়। তাদের সর্বদা মহানবী (সা.)-এর এই উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত যা পূর্বেই আমি উল্লেখ করলাম। সর্বাবস্থায় উত্তম ব্যবহার প্রকাশ পাওয়া উচিত। একইভাবে প্রত্যেক কর্মীকে সব সময়ই সজাগ ও সচেতন থাকা উচিত, নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা শুধুমাত্র নিরাপত্তাকর্মীদেরই নয় বরং প্রত্যেক কর্ম বিভাগের প্রতিটি কর্মীকেই নিজ নিজ গন্ডিতে পর্যবেক্ষণকারী হতে হবে। কর্মীদের এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসা শেষ হওয়ার পর জলসা গুটানোর কাজে নিয়োজিত কর্মীরাই কেবল সেই কর্মে থাকবেন না বরং প্রত্যেক কর্মীকেই সেই সময়কাল পর্যন্ত জলসা গাহে অবস্থানরত থাকা উচিত যাদেরই সেখানে ডিউটি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অতিথিরা সেখানে অবস্থান করতে থাকবেন কিংবা নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ যতক্ষণ তাদেরকে 'এখন আপনাদের ছুটি আপনারা এবার যেতে পারেন' বলে বিদায় না দিচ্ছেন। কর্মীদের সর্বাধিক পরিমাণে আর সাধারণভাবে জামাতের আপমর সদস্যদেরও এই দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককেই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করার তৌফিক দান করুন।

সকল কর্মীবৃন্দ যারা এখন সেখানে অর্থাৎ জলসা গাহে কর্মরত আছেন তাদের সকলকে আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে নিরাপদ রাখুন ও সুরক্ষা দান করুন। কখনও কখনও অনেক ভারী ভারী মালপত্রাদী উঠানোর কাজ করতে হয় আর এতে কখনও কখনও আঘাত পেয়ে আহত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। আল্লাহ্ তা'লা সার্বিকভাবে প্রত্যেককেই নিরাপদ-সুরক্ষা দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সব দিক দিয়ে জলসার কল্যাণ মন্ডিত করুন, সফলতাও দান করুন। যে কোন প্রকার বিরোধিতা আর দুষ্টদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে সুরক্ষিত রাখুন এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক কর্মীকে তৌফিক দিন যাতে তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জলসায় আগমনকারী অতিথিবৃন্দকে উত্তম মানের সেবা প্রদান করে থাকে ও সহাস্যবদনে খেদমতে নিয়োজিত থাকে।

কর্মীবৃন্ধ যারা সেবার উচ্চমান অর্জন করেছেন, মর্যাদাকর যে অবস্থানে তারা পৌঁছেছেন প্রতিবারে তা থেকেও উচ্চতর মর্যাদায় তারা পৌঁছতে থাকুন আর এবারেও পূর্বের চেয়ে অধিকতর সেবা প্রদানকারী হোন। কখনই এতে ঘাটতি হওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রতিটি প্রদক্ষেপ সন্মুখপানে অগ্রবর্তী হওয়া উচিত আর সেবা এমন মানের হলেই তবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই সকলের ওপর আশিসবারী বর্ষণ করুন।

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পূর্ণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য

জামাতের সদস্যগণ নিশ্চয় অবগত আছেন যে, তাহরীকে জাদীদের বছর ১লা নভেম্বর আরম্ভ হয়ে ৩১শে অক্টোবর সমাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চলতি বছর শেষ হতে আর মাত্র আড়াই মাস সময় অবশিষ্ট রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা বলেন, সেই সমস্ত অঙ্গিকার যা খোদা তা'লার সাথে করা হয়ে থাকে সেগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে ব্যক্তি অঙ্গিকার করেনি সে দূর্বল আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে হীন। কিন্তু যে-ব্যক্তি অঙ্গিকার করা সত্বেও সেই অঙ্গিকার পূর্ণ করে নি সে অপরাধী। খোদা তা'লা তাকে শাস্তি দিবেন। অতএব অঙ্গিকার কোন তুচ্ছ বিষয় নয়। প্রথমত এটিই পরিতাপের বিষয় যে, এত মহান কাজ অথচ তুলনামূলকভাবে কতই না তুচ্ছ (আমাদের) ত্যাগ। দ্বিতীয়তঃ এর থেকেও পরিতাপের বিষয় হল সেই অঙ্গিকার পুরণ করার দিকে খুব কম মনোযোগ থাকে।"

(তাহরীকে জাদীদ এক এলাহী তাহরীক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫০)

তিনি আরও বলেন: " যদি তোমরা আহমদীয়াতকে সততার সঙ্গে গ্রহণ করে থাক তবে হে পুরুষ ও মহিলাগণ! তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য আমার সহায়তা করা তোমাদের কর্তব্য। আকাশ ও পৃথিবীর খোদা সাক্ষী আছেন, আমি যা কিছু বলছি তা আমার নিজের জন্য নয়। বরং খোদা তা'লা এবং ইসলামের জন্য বলছি। রসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য বলছি। তোমরা এগিয়ে এসে নিজেদের দেহ, প্রাণ ও সম্পদ খোদা এবং তাঁর রসুলের পথে উৎসর্গ কর।" (কিতাব পাঁচ হাজারী মুজাহিদীন, পৃষ্ঠা-৮)

সমস্ত জেলা আমীর ও স্থানীয় আমীর, সদর সাহেবগণ, তাহরীকে জাদীদের জেলা স্তরীয় এবং স্থানীয় সেক্রেটারীগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গিকারের একশ শতাংশ চাঁদা আদায় করার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করুন যাতে জামাত আহমদীয়া ভারত নিজেদের অসাধারণ ঐতিহ্যকে বজায় রেখে খলীফা প্রদত্ত চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করতে সক্ষম হয় এবং আমরা প্রিয় ইমামের মকবুল দোয়ার সমধিক অংশ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। ওয়া বিল্লাহিত্ তৌফিক।

আল্লাহ তা'লা জামাতের সকল নিষ্ঠাবান সদস্যদের অপার করুনা ও বরকতের অংশীদার করুক। আমীন॥

(ওকীলুল মাল, তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান)

দুয়ের পাতার পর.....

কাছে শিখেছেন। এই বিপ্লব যা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে তা মহানবী (সা.)-এর তরবীয়ত এবং দোয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা খোদা প্রেমিক মানুষে পরিণত হয়েছেন।

সুতরাং রসূলে করীম (সা.)-এর কুরবানী এবং দোয়া যেখানে সেসব অজ্ঞদের খোদপ্রেমিক মানুষে পরিণত করেছে সেখানে কাবা শরীফ যা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তওহীদের পরিবর্তে শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল এবং শত শত প্রতিমা যেখানে রাখা হতো, তা প্রতিমা মুক্ত করেন আর جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২) অর্থাৎ সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে আর মিথ্যার অদৃষ্টে পলায়নই লিখা আছে- এই জয়ধ্বনি উচ্চকিত করে প্রতিটি প্রতিমা খন্ড বিখন্ড করে কাবা শরীফকে তৌহীদের স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত করেন। যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ সত্তা বা পরিবার পরিজনের কুরবানী দিয়ে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি (সা.) এটিকে চিরতরে প্রতিমা মুক্ত করে তৌহীদ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে পরিণত করেন। সারা পৃথিবীর মনোযোগ কাবা শরীফের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন আর এর খাতিরে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার ভীত রচনা করেন আর আমাদের নবী (সা.) সেই ভীতকে পরম মার্গে পৌঁছান। আর এখন এটিই তৌহীদের স্থায়ী প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ভীত রচনার কাজ হয়েছে হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আর এটিকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর এখন কিয়ামত পর্যন্ত এটি তৌহীদের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজ আমরা দেখি যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্জে যায়, কোটি কোটি মুসলমান কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ে, এটি এই কথারই প্রমাণ যে, কাবা শরীফের ভিত্তিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এক জায়গায় এভাবে বলেন "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে এক রসূল প্রেরণ করেন যে তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে শুনায়, তাদের পবিত্র করে, তাদের কিতাব এবং প্রজ্ঞা শিখায়, অথচ এর পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।" সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেন, যখন তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল প্রেরণ করেন, এর মাধ্যমে মুসলমানদের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে যিনি তাদেরই মত এবং তাদেরই একজন।

সুতরাং মুসলমানদের উচিত তাঁর উত্তম আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করা, শান্তির বাণী প্রচার করা, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শেখা এবং শেখানো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আজ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এই শিক্ষাকে ভুলে বসেছে, আর এখন তাদের কোন নেতৃত্ব নেই বা নেতা নেই। তারা নিজেরাও এটি থেকে শিখছে না আর মানুষকেও শিখাতে পারে না বা পথ দেখাতে পারে না। পুনরায় এরা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে অথচ তাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ ও উৎকর্ষ শিক্ষা যা কিতাবের আকারে তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তৌহীদ প্রতিষ্ঠার খোদার যে প্রতিশ্রুতি ছিল আর কিয়ামত পর্যন্ত এমন হওয়া অব্যাহত থাকার কথা সে কারণে আল্লাহ্ তা'লা তিনি (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে পাঠিয়েছেন যিনি পুনরায় এক জামাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রকার কুরবানীর অঙ্গীকার নিয়েছেন। তাই প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো এটিকে অনুধাবন করার জন্য সূরা জুমুআয় আখারীনদের ওপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে সেই দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, খোদার অনুগ্রহরাজির মূল্যায়ন করা, বয়আতের অঙ্গীকার পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যারা হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর উদ্দেশ্যকে বুঝে এবং সেটিকে পূর্ণ করার চেতনা রাখে। আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যারা কাবা শরীফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হবে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চেষ্টা করা যারা তৌহীদ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ দিই কেবল তবেই আমরা আখারীনদের সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হব যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুনরায় তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীবাসী কাবাশরীফের প্রতি বিনত হবে। আর মানুষকে কাবামুখি করার জন্য প্রথমে নিজে কাবামুখি হয়ে ঝুঁকতে হবে।

সুতরাং আমাদের সবার নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। নিজেদের নামাযের হিফাযত করা প্রয়োজন। এটি শান্তি এবং নিরাপত্তার আবাস। আমরা যদি এই ঘরের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে থাকি তাহলে নিজেদের প্রতিটি কাজ ও কর্মের মাধ্যমে সেই শান্তির প্রসার ও বিস্তারের চেষ্টা করা প্রয়োজন। পারস্পরিক ভালোবাসা এবং প্রীতি বৃদ্ধির জন্য নিজেদের মাঝে যে অহঙ্কার রয়েছে তা বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। অতএব তরবীয়তের ওপর যদি দৃষ্টি থাকে, আত্মশুদ্ধির প্রতি যদি মনোযোগ থাকে কেবল তবেই আমরা আমাদের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তবলীগের কাজও করতে পারব এবং পৃথিবীকে কাবা শরীফের প্রতি মনোযোগি করতে পারব, নতুবা দৈহিকভাবে কাবামুখি হয়ে দাঁড়ানো এবং সেই দিকে মুখ করে ইবাদত করা কোন কাজে আসবে না। যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অবজ্ঞা করে হজ্জ করা হয় তাহলে সেই হজ্জ কোন ফলই দিবে না যতক্ষন পর্যন্ত সত্যিকার ইবাদতের মান প্রতিষ্ঠিত না হয়। তাই আমাদের সবার স্মরণ রাখা উচিত, যদি বাহ্যিক বিষয়ের প্রতিই আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি দিতেন তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল না। আখারীনদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সুসংবাদ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাহ্যিক কাজ বা আমল, বাহ্যিক কুরবানী, হজ্জ এবং বাহ্যত নামায পড়া তো অন্যান্য মুসলমানরাও করছে কিন্তু তারপরও মুসলমানদের সাধারণ যে অবস্থা তা পতনোন্মুখ। আজ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হিসেবে মুসলমানদের উদাহারণ দেওয়া হয়। আজ অমুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ওপর আপত্তি করার ধৃষ্টতা এজন্য সৃষ্টি হয়েছে কেননা মুসলমানরা যদিও কাবামুখি হয়ে নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু এই কাবাঘর নির্মাণের যে উদ্দেশ্য সেটি তারা ভুলে গেছে। কাবাগৃহ শান্তি এবং নিরাপত্তার নিবাস হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল কিন্তু আজ মুসলমানরাই মুসলমানদের গলা কাটছে।

অতএব মহানবী (সা.)-এর কুরবানীর প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, তাঁর আনিত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সমূহ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের মাধ্যমে এই অঙ্গীকারই আমরা করেছি।

অতএব মহানবী (সা.) যখন কুরবানীর এই সর্বোত্তম মান প্রতিষ্ঠা করেন তখন তার সাহাবীগণও এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শুধু সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুতই হননি বরং নির্দ্বিধায় কুরবানীও দিয়েছেন। অতএব আমরা যারা আখারীনদের দলভুক্ত, আমাদেরও এসব কুরবানীকে স্মরণ রাখা উচিত। ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের সকল আত্মীয় সম্পর্ককে পিছনে রাখতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের ওপর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে এমন প্রাণ উৎসর্গকারী এবং সাহায্যকারী প্রদান করেছেন যারা সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এমনকি যারা নতুন বা নবাগত তারাও এই কুরবানীর স্বাদ গ্রহণ করে।

অতএব এই বিষয়টি আমাদের সবার স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের বংশধরদেরও এই প্রকৃত ঈদের মর্ম বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে এবং এমনভাবে তাদের তরবীয়্যত করতে হবে যেন তারা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কুরবানীর জন্যও সদা প্রস্তুত থাকে। আমরা যদি কুরবানীর গুরুত্বকে আমাদের বংশধরদের মাঝে বংশ পরম্পরায় জারী বা চলমান না রাখি, আর আমরা নিজেরাই যদি এর গুরুত্ব ভুলে যাই তাহলে আমাদেরকেও এই পুরস্কাররাজি থেকে বঞ্চিত করা হবে।

এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা ইবরাহীম বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাকেও ব্যাপক সংখ্যায় জামাত ছড়িয়ে পড়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, (উরিহুকা ওয়া লা উজিহুকা ওয়া উখরিজু মিনকা কাউমান)। অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রশান্তি দান করব, আর তোমার নাম নিশ্চিহ্ন হতে দিব না এবং তোমা হতে এক বিশাল জাতিসৃষ্টি করব। তিনি বলেন, এর সাথেই আমার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক ঘটে যে, এর অর্থ হলো যেভাবে আমি ইবরাহীমকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলাম। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাকে এমন মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় দান করবেন যারা হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীকেও স্মরণ রাখবেন এবং তৌহীদের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, তৌহীদের প্রচারকারী হবেন আর এর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করবেন না। তারা নিজেদের নফস বা প্রবৃত্তিকে দুম্বা বানাবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধের ওপর আমল করার প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। কেবল আর কেবলমাত্র জাগতিকতা বা পার্থিবতা অর্জনই তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হবে না বরং তারা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী হবেন। কিন্তু আমাদের মাঝেও প্রত্যেকের এই চেষ্টা করা উচিত যেন আমরাও সেসব লোকের দলভুক্ত হই যারা এই উদ্দেশ্যকে অর্জনকারী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 8th Sep, 2016 Issue No. 27

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

" প্রকৃত মুসলমান সেই যে নিজের অঙ্গিকার ও আমানতসমূহ রক্ষা করার প্রতি যত্নবান থাকে"। আমার মতে এই নীতি কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য একটি বৈশ্বিক নীতি।

দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির উপর কিছু আমানত রয়েছে। তাদের নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হল সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই দায়িত্ব পালন করা।

আমরা যদি ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখতে চাই তবে মহানবী হযরত রসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর খলীফার যুগকে দেখতে হবে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ প্রমাণ করে যে, ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের জন্য একটি প্রদীপ যা বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নিশ্চায়তা প্রদান করে।

সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ১৭ ই মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ

(তৃতীয় ভাগ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি কেবল কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করলাম যদ্বরা প্রমাণিত হয় যে, আপনারা মিডিয়ায় যেটিকে ইসলাম বলে প্রচার করছেন সেটি ইসলাম নয়। নাউযুবিল্লাহ কুরআন কোন উগ্রপন্থা প্রচারের পুস্তক নয় বরং কুরআন প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতার শিক্ষা দান করে। যদি মুসলমানরা নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার উপর অনুশীলন করত তাদের দেশে কোন গৃহযুদ্ধ ও সংঘর্ষ বাধত না আর তাদের সমস্যাগুলি অন্যান্য দেশগুলিকেও প্রভাবিত করত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব আমরা যদি ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখতে চাই তবে মহানবী হযরত রসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর খলীফার যুগকে দেখতে হবে। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের আদর্শ প্রমাণ করে যে, ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের জন্য একটি প্রদীপ যা বিশ্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চায়তা প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) -এর যুগে ইসলাম সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে যেখানে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রোমান আক্রমণের ফলে মুসলমানরা বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করে। ইতিহাস এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে, যখন মুসলমানরা সিরিয়া থেকে চলে যাচ্ছিল তখন সেখানকার খ্রীষ্টান বাসিন্দারা তাদেরকে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছিল। এবং অত্যন্ত ব্যকুল চিত্তে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য দোয়া করছিল। কেননা তারা প্রত্যক্ষ্য করেছিল যে, মুসলমান প্রশাসকগণ কিভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করে এসেছিল। অতএব এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান যুগে মুসলমান প্রশাসন ও নেতৃবর্গ নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসেছে এবং তারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতা নিয়ে চিন্তিত। তাদের অত্যাচার ও নীপিড়নের কারণে স্থানীয়দের মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যাইহোক এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বৃহতশক্তি ও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হল তারা যেন সর্বদা ন্যায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। যেখানেই কোন বিবাদের সূত্রপাত হয় সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জ-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনকে নিরপেক্ষ ভুমিক গ্রহণ করা উচিত। এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে উদ্ভুত মতানৈক্যের অবসান ঘটানো। বস্তুতঃপক্ষে কতিপয় দেশ ও গোষ্ঠীসমূহ যদি অতীতে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করত তবে বর্তমানে বিরজমান অস্থিরতা পরিলক্ষিত হত না। আর এই শরণার্থীর সংকটেরও মুখোমুখী হতে হত না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমে সুরা মুমেনুন-এর ৯ নং আয়াতে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতির বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে-" প্রকৃত মুসলমান সেই যে নিজের অঙ্গিকার ও আমানতসমূহ রক্ষা করার প্রতি যত্নবান থাকে"। অর্থাৎ যে দায়িত্বাবলী তাদের উপর ন্যস্ত করা হয় তারা সেগুলিকে পালনের চেষ্টা করে। আমার মতে এই নীতি কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় সমস্ত দেশ ও জাতির জন্য একটি বৈশ্বিক নীতি। দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির উপর কিছু আমানত রয়েছে। তাদের নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হল সততা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সেই দায়িত্ব পালন করা। প্রশাসন ও রাজনিতিকদের দায়িত্ব হল জনসাধারণের সেবা করা এবং জাতির ভবিষ্যত রক্ষা করা। তারা এই দায়িত্বকে যেন কোন সাধারণ বিষয় মনে না করে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যত নীতির মধ্যে একটি এবং এই প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা এবং পরস্পর শান্তিতে বসবাস করা এবং বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা। তাদের নীতি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করে যে, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল মানবজাতিকে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করা যার ফলে বিংশ শতাব্দীতে দু'টি বিশ্ব-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতএব এই দায়িত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে রাষ্ট্রপুঞ্জকে নিজের মহান উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত। এবং শান্তির গুরুত্ব অনুধাবন করার মাধ্যমে সেটিকে বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল এই দায়িত্বটিকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পুনরায় বলছি যে, যদি সমস্ত পক্ষ যদি নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেয় এবং ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান হয় তবে এখনও সময় আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘোর দুযোর্গ যা আমাদের শিয়রে অপেক্ষা করছে তার থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্ভবব হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলিকে আরও একবার বলতে চাই যে, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'লা পৃথিবীবাসীকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং মানবজাতির ব্যপকতর কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থাবলীকে ত্যাগ করার তৌফিক দিন। যদি আমরা এমনটি করতে অসফল হই, তবে যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পৃথিবী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে দ্রততার সাথে ধাবিত হচ্ছে যার প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কেননা, অনেকগুলি দেশের কাছে পরমাণু বোমা আছে। এই যুদ্ধের পরিণাম আমাদের কল্পনাতীত। অতএব আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি আমাদের সন্তাত-সন্ততিদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত রেখে যেতে চাই, নাকি তাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত এবং একটি বর্ণনাতীত যন্ত্রনার উত্তরাধিকারী করে যেতে চাই?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লা মানবতাকে রক্ষা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। আমরা সকলে পরস্পরেরক ন্যায়, প্রজ্ঞা ও কল্যাণ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মিলিত হই সেই তৌফিক দান করুন। যাতে আমরা এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারি যে, নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যত রক্ষা করতে পারি। এই বলে আমি আপনাদের কাছে অনুমতি চাইব। আপনারকে সকলকে আমন্ত্রণ রক্ষার করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের উপর কৃপা করুক। অসংখ্য ধন্যবাদ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir